

## মুক্তমনে আঘাত ??

আব্দুর রহমান আবিদ  
abid921@yahoo.com

ভিন্নমতে লেখালেখি করি ভিন্নমতের প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই। মুক্তমনায় লেখা পাঠাচ্ছি তাও প্রায় কয়েক মাস হলো। আমি কখনই ছদ্মনামে লিখিনি। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আমার যত লেখা প্রকাশিত হয়েছে ভিন্নমত, মুক্তমনাসহ ই-মেলা, বাংলা আমার ... ওয়েব সাইটে, সব লেখাতেই আমার নাম আব্দুর রহমান আবিদ। অথচ তুষার ইমরান সাহেব (আমি ধরে নিচ্ছি এটা তার ছদ্মনাম। কেননা এ লেখা যার, তার লেখার সাথে খুব পরিচিত আমি। শুধু পরিচিতই না, আমি তার লেখার যথেষ্ট ভক্তও - যতনা বিষয়বস্তুর তার চেয়ে অনেক বেশী লেখার ষ্টাইলের) তার লেখায় আমাকে ‘জনৈক আব্দুর রহমান আবিদ’ বলে সম্মোধন করেছেন। ভিন্নমত আর মুক্তমনার পাঠকদের কাছে কোন নামটা বেশী পরিচিত - তুষার ইমরান, নাকি আব্দুর রহমান আবিদ? তাচ্ছিল্যভরা এই সম্মোধনটুকু তিনি আমাকে না করলেও পারতেন। এ থেকেই judge করা যায় মত প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের সহনশীলতা কত কম। জনাব তুষার তার লেখায় ইসলামপন্থীদের অসহনশীলতা এবং সমালোচনা সহ্য না করার রীতির কথা তুলে ধরেছেন। প্রশ্ন করতে হয়, কতখানি সহনশীল আপনারা ধর্ম অবিশ্বাসীরা?

জনাব তুষার আমার লেখার tone কে বুঝতে পারেননি। ছদ্ম তুষার সাহেবের পেছনের মানুষটাকে না চিনলে, তার মেধা আর বিচার বুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তুলতাম আমি। আমি আমার লেখায় নিরপেক্ষ হতে আহ্বান করেছি আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের, কলামিষ্টদের, প্রকরান্তরে ভিন্নমত আর মুক্তমনার লেখকদের। আমি বলতে চেয়েছি - “ঢের তো লিখলেন ইসলাম আর কোরান নিয়ে। আর কত! এবার নিরপেক্ষভাবে আমাদের দেশের, আমাদের উপমহাদেশের সমস্যাগুলো নিয়ে কিছু লিখুন।”

আমি আমার লেখায় আমাদের দেশের রাজনৈতিক, এথনিক এবং ধর্মীয় সমস্যাগুলোকে স্বল্প পরিসরে নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং এগুলো নিয়ে লেখার জন্যে আহ্বান করেছি আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী, কলামিষ্টসহ ভিন্নমত আর মুক্তমনার লেখকদের। অথচ সবকিছুকে পাশ কাটিয়ে তুষার সাহেব পুরো ব্যাপারটাকে আবারও টেনে নিয়ে গেলেন হাদিস-কোরানে। আর আমাকে দোষী করলেন ‘নতুন বোতলে পুরোনো মদ খাওয়ানোর প্রয়াসের’ দোষে। আমি আমার পুরো লেখায় কি বলতে চাইলাম, আর তুষার সাহেব সেটাকে কোনদিকে টেনে নিয়ে গেলেন! তিনি যা লিখেছেন তা তো নতুন কিছু না। মুক্তমনার ওয়েব সাইটে তার লেখার প্রতিটি বাক্যকে খুঁজে পাওয়া যাবে অভিজিৎ রায়, কামরান মিজা, ডঃ জাফর উল্লাহ, আবুল কাশেম আর ফতেমোল্লার লেখা আর্টিকলে। আমিতো নতুন কিছু শুনতে চেয়েছি তাদের কাছ থেকে - তাদের চিরাচরিত একমুখী, একপেশে সীমাবদ্ধ ভূমিকার বাইরের কিছু। অথচ তুষার সাহেব ঘাটে নৌকা বেঁধে সারারাত ধরে বৈঠা বাইলেন; পুরোনো বোতলে পুরোনো মদই ঢেলে খেলেন বিজ্ঞতার ঢঙে। বুঝার চেষ্টাও করলেন না যে, তাদের এহেন বিজ্ঞতায় আমরা সাধারণ মানুষরা শুধু fed upই না, ‘more than just fed up’।

খালেদা জিয়া নিজামীকে মন্ত্রী বানাতে আপনারা তারস্বরে চিৎকার করবেন, অথচ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গভীরভাবে বিশ্বাসী বঙ্গকন্যা শেখ হাসিনা সাইদী, নিজামীদের সাথে ক্ষমতার লোভে রুদ্ধদ্বার মিটিং করলে প্রশংসা করবেন তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার; বি এন পি, জামাতীরা হিন্দু মন্দির ভাঙলে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের কাছে পিটিশন পাঠাবেন, অথচ আওয়ামীলীগরা হিন্দু পরিবারের উপর অত্যাচার করে, হিন্দু মেয়েদের সন্ত্রাসহানী করে জোট সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপালে তা দেখেও না দেখার ভান করবেন; হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান পরিষদের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কার্যক্রমকে অন্ধের মত সমর্থন করবেন এবং আব্দুল গাফফার চৌধুরী যখন তাদের সমাবেশে বলবেন - “গো ব্যাক টু বাংলাদেশ উইথ আর্মস্”, তখন তুমুল করতালি দিয়ে পরিষদের আর সবার মত আপনারাও তাকে অভিনন্দন জানাবেন; ভারতের অমানবিক ‘পুশ ইন’ নীতি আপনাদের চোখেও পড়বে না কোনদিন; আর এত সবার পরে কেউ যদি নিরীহভাবে আপনাদেরকে অনুরোধ করে নিরপেক্ষভাবে কিছু লিখতে, তখনই হাদিস কোরান নিয়ে বসে যাবেন ইসলামের চৌদ্দ গুণ্টা উদ্ধারে - এটা কেমন ধারা মুক্তমনার পরিচয়? স্বেচ্ছাচারিতার একটা সীমা থাকা উচিত। আমি যথেষ্ট সহনশীল মানুষ। আমার ইচ্ছে ছিলনা আপনাদের

আসল চরিত্রটা এতটা নগ্নভাবে তুলে ধরার। কিন্তু মুশকিল হলো, মানুষের ভদ্রতাকে আপনারা দুর্বলতা বলে মনে করেন। সাধারণ পাঠকরা বেশীরভাগ সময়ই খুব সহনশীল। আর তাই ধর্মকে নিয়ে নিদারুণ তুচ্ছতাচ্ছল্য করেও আপনারা প্রতিবাদের সম্মুখীন হননা তেমন। তার মানে এই না যে, চিরটাকাল একচেটিয়া রাজত্ব কেবল আপনাদেরই থাকবে।

বেশ কিছুদিন আগে ভিন্নমতে ‘যুদ্ধের জন্যেই যে যুদ্ধ’ নামে আমার এক লেখায় পাঠকদেরকে, প্রকারান্তরে মুক্তমনাদেরকে আহ্বান করেছিলাম বাংলাদেশ এবং বিশ্ব রাজনীতির আলোকে আমার লেখার সমালোচনা করতে। আমার তুলে ধরা বিষয়গুলো অধিকাংশ সত্যি হলেও আমি কখনই দাবী করিনি যে, খুব পারদর্শিতার সাথে আমি তা তুলে ধরতে পেরেছি। আমি ডিগ্রীধারী কলামিস্টও না কিম্বা নাম করা কোন লেখকও না; নেহায়েত সাধারণ মানুষ। অথচ virtually কেউ আমার লেখার সমালোচনা করেননি একমাত্র কুদ্দুস খান ছাড়া (কারণ জনাব কুদ্দুস খান আমাদের মতই সাধারণ মানুষ, মুক্তমনা নন। বরং একটু বেশীই সাধারণ। ফতেমোল্লা, অভিজিৎ রায়, কামরান মির্জা, ডঃ জাফর উল্লাহ, আবুল কাশেমকে আমরা সাধারণ পাঠকরা আর যাই মনে করি, অন্তত মুক্তমনা মনে করিনা। খান সাহেব তাদেরকে শুধু মুক্তমনাই নয়, দার্শনিকও মনে করেন। তাছাড়া আর সব মুক্তমনাদের মত হাদিস কোরানে অতটা বোধহয় দখলও নেই ভদ্রলোকের। আর তাই দুর্বলভাবে হলেও বিশ্ব রাজনীতির ব্যাপারটা কম বেশী লেখার চেষ্টা করেন তিনি। ভদ্রলোকের সবচেয়ে ভাল দিক হলো, সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তাধারার মানুষ হয়েও তার ওয়েব সাইটে ইসলামপন্থীদের লেখার সুযোগ দেন তিনি। মুক্তমনার দাবীটি তিনি করলে বরং খানিকটা মানাত। অপরপক্ষে ‘মুক্তমনা’য় লেখা পাঠিয়ে দেখুন, যদি আপনি তথাকথিত মুক্তমনা হন এবং আপনার লেখায় কোরানের ৩৬টা জেহাদের আয়াতের ইংরেজী অনুবাদ ছাড়া আর কিছু যদি নাও থাকে, তবুও আপনার লেখাটিকে ‘মুক্তমনা’র দর্শনময় ওয়েব সাইটের সবচে উপরের দিকে দেখা যাবে। বলা যায়না, মাস অন্তে ‘শ্রেষ্ঠ মুক্তমনা’ উপাধীটিও পেয়ে যেতে পারেন আপনি। আর যদি আপনি ইসলামপন্থী হন, তবে যত নিরপেক্ষই হোকনা কেন আপনার লেখা, যত চমৎকারই হোকনা কেন আপনার বিষয়বস্তুর উপস্থাপন, অনিয়মিত ৯০৬ জন মেম্বারদের ফোরামে বড়জোর ইমেইল এ্যাটাচমেন্ট হিসেবে প্রকাশিত হবে আপনার লেখাটি। সাথে মডারেটর সাহেব যোগ করতে ভুলবেন না – “I may disagree of what you say, but I will defend to the death your right to say it: Voltaire”। আহা, কি সাধু..!)।

আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী, কলামিস্ট আর মুক্তমনা লেখকরা আমাদের উপমহাদেশ আর বিশ্ব রাজনীতির মুখোমুখি কখনই দাঁড় করাননা নিজেদেরকে। সবকিছুকে পাশ কাটিয়ে বিজ্ঞতার চঙে হাদিস কোরান নিয়ে কপচাকপচি করেই কাটিয়ে দেন সারাটা জীবন। নিজেদেরকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর মহাত্মা গান্ধীর জায়গায় কল্পনা করে সুখ সাগরে ভাসেন তারা। বুঝার চেষ্টাও করেননা যে, মানুষ তাদের এই স্বপ্ন বিলাসিতায় যারপরনাই বিরক্ত। বাবরী মসজিদ ভাঙা হবে, গুজরাটে হাজার হাজার মুসলমান নিষ্পাপ শিশু আর নারীকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে, আর ডঃ জাফর উল্লাহ সাহেব গঙ্গাস্নানের ধর্মীয় অসারতা আর হাইজিন নিয়ে মহাগ্রন্থ রচনা করবেন; তাঁতীবাজার, ঠাঠারীবাজারে হিন্দু মন্দির ভাঙা হবে, মতিউর রহমান নিজামী কৃষিমন্ত্রী থেকে অর্থমন্ত্রী হবেন, পরনির্ভরশীল, দরিদ্র বাংলাদেশের নাম উঠবে আমেরিকার কালো তালিকায়, আর অভিজিৎ রায় কোরানে পৃথিবীকে গোল না সমতল বলা হয়েছে তা নিয়ে যুক্তি-তর্কের সাত খন্ড রামায়ন রচনা করবেন, বিশ্বের সোয়াশ’ কোটি মুসলমানকে ‘বিজ্ঞানময় কিতাব’টিকে প্রত্যাখ্যান করে তার মত নাস্তিক হবার পরামর্শ দেবেন; আমেরিকার তৈরী বিন লাদেন টুইন টাওয়ার ধ্বংস করে নিদারুণ বিপদে ফেলবে লক্ষ লক্ষ নিরীহ আমেরিকান মুসলমানকে, গোলাম আযম সসন্মানে পুনর্বাসিত হবেন বাংলাদেশে, বছর ঘুরে চরমোনাই’এর পীর সাহেব ‘স্বাধীনতা পদক’ পাবেন বাংলাদেশে, আর ফতেমোল্লা ইসলামের মুতা বিয়ে, চার বিয়ে নিয়ে পাতার পর পাতা লিখে যাবেন; সৌদি সরকারের আর্থিক সহায়তায় তৈরী ৬০,০০০ মাদ্রাসার ৬,০০০,০০০ ছাত্রের সুশিক্ষার বাস্তবসম্মত সমাধানের সুচিন্তা না করে সৌদি আরবের ওয়াহাবিজম নিয়ে গবেষণা করবেন কুদ্দুস খান। বাস্তবতা হলো, আমরা সাধারণ মানুষরা আপনাদের মত মঙ্গল গ্রহে বসবাস করি না। আমরা বসবাস করি নোংরা বিশ্ব রাজনীতি, ধর্মীয় রাজনীতি আর আগ্রাশন নীতিতে ভরা আজকের জটিলতম পৃথিবীতে। আপনাদের মত মুক্তমনা মানুষরা সেখানে বাড়তি আবজর্না। আমাদের প্রয়োজন লন্ডনবাসিনী অরুন্ধতী রায়ের মত মানুষের। যাদের জন্মই হয়েছে ইতিহাস বদলানোর জন্যে। মুক্তমনা হবার সাধ যদি সত্যিই থেকে থাকে আপনাদের, তাহলে অরুন্ধতী রায়ের মত হোন যিনি নিরপেক্ষতার প্রশ্নে নিজের মাতৃভূমি ভারতকেও

ছেড়ে কথা বলেননা। প্রয়োজনে আমরা পাঠকরা চাঁদা তুলে প্লেন ভাড়া নিয়ে লন্ডন পাঠাবো আপনাদের যেন ভদ্রমহিলার পায়ের ধূলো নিয়ে আসতে পারেন। কুদ্দুস সাহেব তো খুব বড় গলায় আমেরিকার ‘freedom of speech’ নীতির গীত গান, অথচ লন্ডন based ‘Guardian’ পত্রিকার এই স্বনামধন্য, ডজন খানেক ব্রিটিশ এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়া কলামিস্টকে আমেরিকার কোন পত্রিকায় লেখার অনুমতি দেয়নি ক্লিনটন এবং বুশ প্রশাসন। অবশ্য অভিজিৎ রায় বলে বসতে পারেন, মরিস বোখাইলের মত অরুন্ধতী রায়ও কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছেন মুসলমানদের মাথায়, নিজে মুসলমান হয়ে কল্পিত বেহেশতি গেল্‌মানের (হুয়ের বিপরীত লিঙ্গ) ধোকায় না পড়ে কড়কড়ে পেটো-ডলারে শুয়ে টম ব্রঞ্জ আর পিয়াস ব্রসনানের স্বপ্ন দেখছেন। ভন্ডামীর একটা সীমা থাকা উচিত।

তুমার ইমরান সাহেব গোলাম আযম নয়, গোলাম আযম তৈরীর কারখানাটির বিরুদ্ধে লিখতে বলেছেন। কল্পিত বিদ্যাসাগর মার্কা অবস্থান। ভাইরে, চোর চুরী করলে তাকে শাস্তি দিতেই হবে। চোর তৈরীর কারখানা: দেশের দারিদ্রতা, বেকার সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে তো কেউ নিষেধ করেনি। কিন্তু তার মানে কি এই যে, চোরকে শাস্তি না দিয়ে তাকে ডাকাত হবার সুযোগ করে দিতে হবে? আপনি যত খুশী বিদ্যাসাগরের জায়গায় আপনাকে কল্পনা করুন, পাবলিকের কিছু আসে যায় না তাতে। কিন্তু দয়া করে বিদ্যাসাগরকে আপনার লেভেলে টেনে আনবার চেষ্টা করবেন না। পাঠকরা এই কবিরাজী সালশা মার্কা খাবার এখন আর খায়না। সর্বপোরি, গোলাম আযম যদি ইসলাম নামক কারখানাটিতেই তৈরী হয়ে থাকেন, তাহলে নিদারুন ইসলামপন্থী হয়েও আমি তার বিরুদ্ধে কেন? নাকি আমিও কারো মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছি? আমি তাবলীগপন্থী। মানুষ ধরেই নিতে পারে আমরা জামাতে ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু তাহলে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত সাধারণ মানুষ কেন গোলাম আযমের বিরুদ্ধে? গোলাম আযমকে তৈরী করেছে কে? ইসলাম নাকি উপমহাদেশের নোংরা ধর্মীয় রাজনীতি?

কুদ্দুস খান আমাকে ‘মুক্তমনা’র বরাত দিয়ে Dennis Pragerএর লেখা একটি আর্টিকেল forward করেছেন - ‘Majority of Muslims are peaceful – so what?’। ভদ্রলোক ৯-১১ এবং ইসরাইল-ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে বেশ ভালই লিখেছেন। লক্ষ্য করার মত বিষয় যে, ভদ্রলোক ইসলামী চরমপন্থীদের প্রতিহত করার জন্যে মুসলমানদেরকে আহ্বান করলেও ইসলাম নামক কারখানাটিকে তালাচাষি মেরে ঢালাওভাবে নাস্তিক হবার পরামর্শ দেননি। ভদ্রলোক ইসরাইলীদের হত্যায় ফিলিস্তিনী চরমপন্থীদের সুইসাইড বম্বিং এর প্রতি মিশরের আল-আযহার ইউনিভার্সিটিসহ তাবৎ মুসলিম বিশ্বের মৌন সমর্থনের কথা তুলে ধরেছেন। এ তো কুদ্দুস খানের ‘মুসলিম বিশ্ব ব্রাদারহুড’ থিওরী। বলা মুশকিল কে কারটা নকল করেছেন। সাদা চামড়ার বেশীরভাগ আমেরিকানের মন মানসিকতাই তাদের রাষ্ট্রপ্রধান, বুশ সাহেবের মত। হবেই বা না কেন? বুশ সাহেব তো তাদের ভোটের রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছেন। “হয় তোমরা ওদের দলে, আর না হয় আমার দলে; যে বলবে নিরপেক্ষ, সেও ওদের দলে।” আফগানিস্তানে বুশের ‘ওয়ার অন টেরোরিজম’ অপারেশনের আগে বেশ ক’টা মধ্যপন্থী মুসলিম দেশ আমতা আমতা করে বলেছিল - “লক্ষ লক্ষ নিরীহ আফগান মারা যাবে বোমার আঘাতে। পালাতে গিয়ে শীত আর ক্ষুধায় মারা যাবে তার চেয়ে বেশী। হাতে গোনা ক’জন ইসলামী চরমপন্থীকে ধ্বংস করতে গিয়ে এভাবে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ হত্যা করা কি ঠিক হবে?” বুশ সাহেব বললেন - “তোমরা ওদের দলে।” গ্লোবলাইজড ইকোনমি’র আজকের এই পৃথিবীতে একমাত্র পরাশক্তি, ধনী, আমেরিকার সাথে সম্পর্ক ছেদ করে ক’টা দেশ পারবে টিকে থাকতে? অগত্যা সবাই বললো - “আমরাও তোমার দলে।” আর বুশ সাহেব প্রবল পৌরুষে (খান সাহেবের ভাষায় সদ্য জেগে ওঠা ঘুমন্ত সিংহের মত) ওয়ার অন টেরোরিজম’এর নামে হত্যা করলেন হাজার হাজার নিরীহ আফগানকে। সাথে সৌজন্যতা দেখিয়ে আকাশ থেকে কয়েক হাজার খাবারের প্যাকেটও ফেললেন ক্ষুধার্ত আফগানীদের জন্যে। প্রসঙ্গ যখন উঠলোই, তখন এ বিষয়ে অরুন্ধতী রায়ের লেখা একটা আর্টিকেলের ছোট্ট একটা অংশ তুলে ধরছি:

As a gesture of humanitarian support, the US government air-dropped 37,000 packets of emergency rations into Afghanistan. It says it plans to drop a total of 500,000 packets. That will still only add up to a single meal for half a million people out of the several million in dire need of food.

Aid workers have condemned it as a cynical, dangerous, public-relations exercise. They say that air-dropping food packets is worse than futile.

First, because the food will never get to those who really need it. More dangerously, those who run out to retrieve the packets risk being blown up by landmines. A tragic alms race.

Nevertheless, the food packets had a photo-op all to themselves. Their contents were listed in major newspapers. They were vegetarian, we're told, as per Muslim dietary law (!) Each yellow packet, decorated with the American flag, contained: rice, peanut butter, bean salad, strawberry jam, crackers, raisins, flat bread, an apple fruit bar, seasoning, matches, a set of plastic cutlery, a serviette and illustrated user instructions.

After three years of unremitting drought, an air-dropped airline meal in Jalalabad! The level of cultural ineptitude, the failure to understand what months of relentless hunger and grinding poverty really mean, the US government's attempt to use even this abject misery to boost its self-image, beggars description.

Reverse the scenario for a moment. Imagine if the Taliban government was to bomb New York City, saying all the while that its real target was the US government and its policies. And suppose, during breaks between the bombing, the Taliban dropped a few thousand packets containing nan and kebabs impaled on an Afghan flag. Would the good people of New York ever find it in themselves to forgive the Afghan government? Even if they were hungry, even if they needed the food, even if they ate it, how would they ever forget the insult, the condescension? Rudi Guiliani, Mayor of New York City, returned a gift of \$10m from a Saudi prince because it came with a few words of friendly advice about American policy in the Middle East. Is pride a luxury that only the rich are entitled to?

১০/১২ বছর বয়সী ফিলিস্তিনী কিশোররা ইসরাইলী সৈন্যদের প্রতি টিল ছুঁড়লে সাব-মেশিন গান দিয়ে জবাব দেয়া হয় তার। ফিলিস্তিনী কোন চরমপন্থী সুইসাইড বম্বার ১০ জন নিরীহ ইসরাইলীকে হত্যা করলে মিসাইল দিয়ে ১০০ জন নিরীহ ফিলিস্তিনীকে হত্যা করে ইসরাইলীরা। ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে যে যত কঠোর, পার্লামেন্ট নির্বাচনে তাদেরকেই ভোট দেয় সাধারণ ইসরাইলীরা। আমাদের দেশের মানুষ সরকার নির্বাচন করে সরকারের সফলতা অসফলতাকে judge করে - সন্ত্রাস দমন, দুর্নীতি দমন, দ্রব্যমূল্যের উঠানামা দিয়ে। পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের জয়-পরাজয় নির্ভর করে এই বিষয় গুলোয় সরকারের সফলতা অসফলতার উপর। আর ইসরাইলী সরকারের সফলতা অসফলতাকে সে দেশের মানুষ judge করে ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে কঠোরতা দিয়ে। যত বেশী ফিলিস্তিনী মারবেন, তত বেশী ভোট পাবেন; ফিলিস্তিনীও মারবেন না, ভোটও পাবেননা। আর তাই এরিয়েল শ্যারনের মত চরম 'হার্ড লাইনার', ভয়ঙ্কর কেউ রাষ্ট্রপ্রধান হন সে দেশের। মজার ব্যাপার হলো, এরিয়েল শ্যারনকেও ইদানীং অপছন্দ করতে শুরু করেছে ইসরাইলী জনগনের বড় একটা অংশ। তাকে যতটা হার্ড লাইনার ভেবেছিল তারা, তিনি তা প্রমাণ করতে পারেননি ততটা। আর তাই ইসরাইলী জনগনের বড় একটা অংশ 'hakwish' লিকুড পার্টির দ্বিতীয় ব্যক্তি, ইসরাইলী নেতাদের ইতিহাসে সবচেয়ে নির্মম বলে খ্যাত, বেঞ্জামিন নেতানিয়াহকে ক্ষমতায় দেখতে চায়। ভদ্রলোককে দেখলে হিটলার বোধহয় লজ্জাই পেত। অথচ এই মানুষটা লেখাপড়া করেছেন আমেরিকায়; জীবনের বড় একটা অংশ কাটিয়েছেন ম্যাসাচুসেট্‌স'এর বোস্টন শহরে। শিক্ষা অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করে, কিন্তু অমানুষকে মানুষ করে না। ইসরাইলীদের এই অমানবিক, নিদারুণ নিন্দনীয় আগ্রাশন আর নিরীহ মানুষ হত্যার বিরুদ্ধে কোন বিবেকবান মানুষ প্রতিবাদ করলে, তিনি যদি মুসলমান হন তবে মৌলবাদী, যদি অমুসলমান হন তবে সুবিধাবাদী; আর ইসরাইলীদের গনতন্ত্রের প্রশংসা করলে, হ্যাঁ - মানুষটি নিরপেক্ষ এবং মুক্তমনা। এ তো বুশ সাহেবের "হয় তোমরা ওদের দলে, আর না হয় আমার দলে" মার্কানীতিরই পুনরাবৃত্তি। ইসরাইল-ফিলিস্তিন ইস্যু আমার আজকের লেখার প্রসঙ্গ নয়। ভবিষ্যতে এ নিয়ে বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে রইল।

আমার লেখা 'মুক্তমনা নয়, সাধারণ মানুষের সন্ধান' পড়ে যে কোন বুদ্ধিমান মানুষই বুঝতে পারবেন যে, 'নাস্তিক' নয় বরং নামের শেষের 'ভদ্র মুক্তমনা' আর 'বিজেপির দালাল', 'pro-Indian', 'আমেরিকার দালাল' ইত্যাদি টাইটেল গুলো বিনষ্ট করার জন্যেই কুদ্দুস খান, অভিজিৎ রায়, কামরান মির্জা, ডঃ জাফর উল্লাহ, আবুল কাশেম আর ফতেমোল্লাকে খুব

নিরীহভাবে সুপারামর্শ দিয়েছি আমি। শোনা না শোনা তো তাদের ব্যাপার। আর তুষার সাহেবের প্রতি আমার সদুপদেশ - পুরোনো বোতলে পুরোনো মদ খেয়ে মাতাল মুক্তমনা না হয়ে বরং গ্লাসভর্তি নির্ভেজাল ঠান্ডা পানি খেয়ে পরিষ্কার মাথার সাধারণ মানুষ হোন। তাতে করে মানুষের সাদামাটা কথা বুঝতেও সুবিধে হবে আর রাতভর ঘাটে নৌকা বেঁধে বৈঠা চালানোর প্রয়োজনও পড়বেনা।

### পাঠকদের প্রতি:

পাঠকরা হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন আমি আমার কোন লেখাতেই কখনও দাবী করিনি আমি খুব বেশী জানি কিম্বা আমার যুক্তিগুলো খুব unique। যুক্তির বিপরীতে পাল্টা যুক্তি থাকতেই পারে কারো। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যা তখনই হয়, যখন বিপরীত মত প্রকাশের সময় কেউ তার সহনশীলতাকে হারিয়ে নিজের নোংরা স্বরূপকে তুলে ধরে তার লেখায়। তারপরও ব্যাপারটা খুব একটা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না যদি বিপরীত মত প্রকাশকারী মানুষটি আপনার আমার মত সাধারণ মানুষ হয়। কিন্তু যিনি মুক্তমনার দাবীদার তার কাছ থেকে পাঠকরা নিশ্চয় এমনটা আশা করেননা। আমার ধারণা ছদ্ম তুষার সাহেবের পেছনের মানুষটি ভিন্নমতে আমার ‘যুদ্ধের জন্যেই যে যুদ্ধ’ লেখাটি প্রকাশিত হবার পর থেকে তৈরী হয়েই ছিলেন। আর তাই ভিন্নমতে আমার ‘মুক্তমনা নয়, সাধারণ মানুষের সন্ধানে’ লেখাটি প্রকাশিত হওয়া মাত্রই দু’চার ঘন্টার ব্যবধানেই সমস্ত রাগ আর ক্ষোভকে উগরে দিলেন তার ‘ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত’ নামে রচিত লেখাটিতে। সিভিলিটি, কাটিসির ধার দিয়েও গেলেন না। ইসলাম আর কোরানের সাথে সাথে আমাকেও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে ছাড়লেন না। উনি ধরেই নিলেন - পাঠকরা সবাই বোকার রাজ্যে বাস করেন; কেউ তাকে চিনতে পারবেন না। ছদ্মনামে কেউ তো লিখতেই পারেন। কিন্তু ব্যাপারটা তখনই নিদারুণ অসততা হয়ে দাঁড়ায় যখন ভদ্রতার খোলস এটে সত্যি নামে ধর্ম নিয়ে কেউ biased লেখা লেখেন এবং পাঠকরা তার অনিরপেক্ষ ভূমিকার সমালোচনা করলে কখনও তুষার ইমরান, কখনও বরফ রহমান, কখনও শিশির আহমেদ হয়ে অমার্জিত, অশোভন ভাষায় আক্রমণ করেন সমালোচনাকারীকে। এ তো রাতভর চুরী করে সকালে ফজরের নামাজে জামাতের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর মত। এই যার চরিত্র, তিনি কিনা সবচে বড় মুক্তমনের দাবীদার। ছিঃ।

(এ প্রসঙ্গে এটাই আমার শেষ লেখা। কেউ যদি বলেন - “খেলতে নেমে অর্ধেক খেলে ‘এখন যাই’ বললে চলবে কেন?” তাহলে শুধু এটুকুই বলবো - আমি ভাই সত্যিই অপারগ। আমেরিকার মত দেশে যিনি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রফেশনাল জব করেন এবং যার ঘরে তিন তিনটে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে - ‘সময়’ তার কাছে কি যে এক সোনার হরিন, তা এদেশে যারা বসবাস করেন, তারা ছাড়া কেউ বুঝবেননা)

সবাইকে ধন্যবাদ।।